সংবাদ

তারিখ 29 APR 2008
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৫

প্রশাসনিক সঙ্কটে মিরপুর বাংলা স্কুল
নষ্ট হচ্ছে শিক্ষার পরিবেশ

রতন বালো

মন্ত্রণালয়ের এক শীর্ষ কর্মকর্তাসহ একটি বিশেষ মহলের রোষানলে পড়েছে রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মিরপুর বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়। আদালতের নির্দেশ ও নিয়মনীতি উপেক্ষা করে একটি মহলের খামখেয়ালিপনা ও স্বেচ্ছাচারিতায় ধ্বংসের মুখে পড়েছে বিদ্যালয়টি। সৃষ্টি হয়েছে প্রশাসনিক সঙ্কটের। বাধাগ্রস্ত হচ্ছে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড। সব মিলিয়ে বিনষ্ট হচ্ছে শিক্ষার পরিবেশ। এ ঘটনায় শিক্ষক-অভিভাবকরাও ক্ষুব্ধ। সরজমিন ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মিরপুর বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাজাহারুল ইসলাম খান ও সহকারী প্রধান শিক্ষক আবুল কালামের নিয়োগের বৈধতা নিয়ে অভিযোগ উঠলে তদন্ত করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের তদন্তে ঘটনা সত্য বলে রিপোর্ট দেয়া হয় ২০০৭ সালের ৮ আগস্ট। এ রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় থেকে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও শিক্ষকদের কয়েকদফা চিঠি দেয়া হয়। চিঠিতে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের নিয়োগ বাতিলসহ সরকারি অংশের বেতন-ভাতা বন্ধ এবং এর আগে গৃহীত বেতন-ভাতা সরকারি কোষাগারে ফেরত দিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। এরই মধ্যে সহকারী প্রধান শিক্ষকের বেতন-ভাতা গত নভেম্বর থেকে বন্ধ করা হয়েছে। এবং প্রধান শিক্ষক নিয়োগের পর থেকে কোন বেতন পাচ্ছেন না। মন্ত্রণালয়ের এই নির্দেশের বিরুদ্ধে ভুক্তভোগী সহকারী প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম বাদি হয়ে হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন (মামলা নং ৩৭৩/০৮)। আদালত গত ৭ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ দেন। আদালতের এ আদেশ অবহিত করে সহকারী প্রধান শিক্ষকের বেতন চালু করার আবেদন জানিয়ে শিক্ষা সচিবের কাছে পত্র দেন প্রধান শিক্ষক; কিন্তু এ আবেদন আমলে না নিয়ে উল্টো গত ১৩ এপ্রিল তাঁকে আরেকটি চিঠি দেয়া হয়।

> *মিরপুর বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির শিক্ষক, কর্মকর্তা, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন বিদ্যালয়টিকে জামায়াতিকরণের জন্য দীর্ঘদিন ধরে একটি বিশেষ মহল পাঁয়তারা চালিয়ে আসছে।*

মন্ত্রণালয়ের অধিশাখা-১১ থেকে চিঠিটি বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিকে জরুরি ভিত্তিতে ফ্যাক্সযোগে পাঠানো হয়।

সূত্র জানায়, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের মাধ্যমে চিঠি দেয়ার নিয়ম থাকলেও তা করা হয়নি। মন্ত্রণালয় থেকে সরাসরি বিদ্যালয়কে চিঠি দেয়া হয়। এসব ঘটনায় আবুল কালাম একটি উকিল নোটিশ পাঠিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে; কিন্তু এখনও কোন জবাব দেয়া হয়নি বলে জানা গেছে।

এদিকে আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকায় আপত্তি জানিয়ে মন্ত্রণালয়ের দেয়া আদেশ কার্যকর করা যায় কি না সে বিষয়ে নির্দেশনা চেয়ে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও ঢাকার অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার একেএম মুর্তজা মন্ত্রণালয়ে ১৭ এপ্রিল একটি চিঠি দেন। সূত্র জানায়, এই চিঠি দেয়ার পর থেকে মন্ত্রণালয় থেকে চাপ প্রয়োগ করে একেএম মর্তুজাকে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। গত ২০ এপ্রিল ঢাকা জেলা প্রশাসকের কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করেন তিনি। এ ঘটনায় জেলা ও শিক্ষা প্রশাসনসহ বিদ্যালয়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। মিরপুর বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি শিক্ষক, কর্মকর্তা, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন বিদ্যালয়টিকে জামায়াতিকরণের জন্য দীর্ঘদিন ধরে একটি বিশেষ মহল পাঁয়তারা চালিয়ে আসছে। যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ের দুইজন জামায়াতের শিক্ষককে প্রধান শিক্ষকের ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের চেয়ারে বসাতে চাচ্ছে। পাশাপাশি ম্যানেজিং কমিটিতেও সভাপতিসহ অন্যান্য পদে জামায়াতের লোককে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে। তারা জানান, গত ১ বছর ৫ মাসে ম্যানেজিং কমিটির ৭ জন সভাপতি পরিবর্তন করা হয়েছে। যার সর্বশেষ শিকার হয়েছেন একেএম মর্তুজা।

ম্যানেজিং কমিটির নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন, মোদাচ্ছির হোসেন খান, বাছির উদ্দিন, মহিউদ্দিন আরিফ, শামসুজ্জামান, আবদুল আওয়াল, আমির হোসেন ও খলিলুর রহমানসহ ৮/১০ জন জামায়াত আদর্শের শিক্ষক এবং ম্যানেজিং কমিটির সহ-সভাপতি পদ থেকে দুর্নীতি ও অনিয়মের দায়ে অপসারিত ওমর ফারুক চক্রটি বিদ্যালয়টি ধ্বংসের খেলায় মেতেছে। এসব শিক্ষক সরাসরি জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। জোট সরকারের আমলে সভা-সমাবেশসহ জামায়াতের সাংগঠনিক কার্যক্রম বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হতো বলে জানা যায়।

জানা গেছে, ২০০৬ সালের ৫ আগস্ট ম্যানেজিং কমিটির সভায় রেজুলেশন করে সহ-সভাপতি ওমর ফারুককে অপসারণ করে সদস্য এবং রেজাউল করিম ভূঁইয়াকে সহ-সভাপতি মনোনীত করা হয়। জানা যায়, এখনও বিভিন্ন স্থানে নিজেকে সহ-সভাপতি পরিচয় দিয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির বিরুদ্ধে অপপ্রচারসহ হয়রানিমূলক অভিযোগ ও মামলা করছেন তিনি। এ বিষয়ে ওমর ফারুকের বিরুদ্ধে পল-বী থানায় ম্যানেজিং কমিটির পক্ষ থেকে একটি জিডিও করা হয়েছে।

জানা যায়, জামায়াতি ওই চক্রটি চাকরি নীতিমালা লংঘন করে বাংলা স্কুলের পাশেই রাইজিং বিদম নামে একটি একাডেমী ও কোচিং সেন্টার খুলেছে। চক্রের সদস্য ও ম্যানেজিং কমিটির শিক্ষক প্রতিনিধি মোদাচ্ছির হোসেন খান ও বাছির উদ্দিন ওই প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা। জামায়াত পরিচালিত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলা স্কুল থেকে শিক্ষার্থীদের প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে। এসব অবৈধ ও অনিয়মতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের কারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। ব্যাহত হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রম